দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 JUL 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

042

বেতকার দু'টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে

মুন্সীগঞ্জ, ২১শে জুলাই (নিজস্ব সংবাদদাতা)।–টঙ্গীবাড়ী উপজেলার বেতকা ইউনিয়নের দুটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে।

এ ইউনিয়নের উত্তর বেতকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের অর্ধাংশের ছাদ ধসে পড়েছে গত ৮ই জুলাই বিকেল ৩টায়। সেদিন বৃষ্টির কারণে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বিদ্যালয় ছুটি দেয়া হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীরা মারাত্মক দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায়। বিদ্যালয় ভবনের বাকী অংশ যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে। অথচ তার মধ্যেই এখনও প্রতিদিন ক্লাস নেয়া হচ্ছে। বিদ্যালয় ভবনটির দেয়াল ও ছাদে ফাটল ধরেছিল গত ১০ বছর আগে। তাতে জন্মেছে বটগাছসহ নানা ধরনের আগাছা। অথচ তা সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়নি আজও।

এ বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৮২২। শিক্ষক শিক্ষিকা ৭ জন। প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় এখান থেকে এ বছর ৪ জন বৃত্তি পেয়েছে। তার মধ্যে ২ জন পেয়েছে টেলেন্টপুলে। গত ১৯৭২ সাল থেকে এভাবেই বৃত্তি পেয়ে আসছে।

বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক জানান যে, সম্প্রতি উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউএনও, উপজেলা প্রকৌশলী, শিক্ষা অফিসারসহ বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসেছেন। তারা সরজমিনে ঝড়বৃষ্টির দিনে ছাত্র-ছাত্রীদের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু সমস্যা সমাধানের কোন বাস্তব ব্যবস্থা এখনও গ্রহণ করা হয়নি।

এমনি আশংকাজনক অবস্থার মধ্যে ক্লাস করতে হচ্ছে খিলপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাচ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীকেও। বিদ্যালয়টির দেয়ালে ফাটল ধরেছে গত ৪ বছর আগে। বিদ্যালয় ভবনের দরজা জানালা বলতে কিছুই নেই। সামান্য বৃষ্টি হলেও ছুটি দিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের বাড়ী পাঠানো হয়। একদিন বৃষ্টি হলে ফাটল ধরা ছাদ চুইয়ে বৃষ্টির জমা পানি পড়ে ২।৩ দিন ধরে। শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রী সকলেই আশংকা করতে থাকে যে কোন সময় ছাদ সহ দেয়াল ধসে পড়তে পারে।

এ সমস্যা সম্পর্কে বেতকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আবদুল কাইউম জানান উক্ত দু'টি বিদ্যালয়ই চলছে বিপদের ঝুকি নিয়ে। উপরে অনেক লেখা-লেখি করেও কোন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।